সংবাদ পরিষেবা

জুলাই ২০১৫

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

শুশুকেরও বিপদ

২১/০১

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট শুশুকটার বেশ বিপদ হয়েছে। এই শুশুকটার নাম মৌয়িস ডলফিন। এই মৌয়িস ডলফিন থাকে নিউজিল্যান্ডে। ওখানে এখন এই ডলফিন মোট ৫০টা আছে। আগামী ১৫ বছরের ভেতর যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে এই ডলফিন উবে যাবে পৃথিবী থেকে।

জলবায়ুর হালচাল দেখতে

২১/০২

জলবায়ু বদলের হেরফের বুঝতে দেশে কয়েকটা তদারকি কেন্দ্র তৈরি করা হবে। এরকম একটা হবে পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবে কাজটা দেখাশোনা করবে রাজ্যের বিজ্ঞান ও কারিগর দফতর আর তার ওপরে থাকবে পাঞ্জাব বিজ্ঞান ও কারিগরি সংসদ। এইরকম আর একটা কেন্দ্র হবে মধ্যপ্রদেশে। কেন্দ্র এর ভেতরই এই কাজের জন্য ২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগটায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য দিচ্ছে একটা জার্মান সংস্থা।

দেখো দেখি !

২১/০৩

সুন্দরবনের গাছপালা-পশুপাখির ওপর জলবায়ু বদলের কী প্রভাব পড়ছে সেই বিষয়টা বুঝতে ওখানে নানা কেন্দ্র তৈরি হবে। কেন্দ্রগুলো বানাবে ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ। এই জরিপ খালি অবস্থা বোঝার জন্য নয়, জলবায়ু বদলের ফলে যা যা হচ্ছে, যা যা প্রভাব পড়ছে সেইগুলো নিয়ে ভাবা, সেইগুলো কমিয়ে আনার জন্যও। বাদাবনের বাস্তুতন্ত্র ধরে জলবায়ু বদলের প্রভাব দেখার ব্যবস্থা এই প্রথম।

এইরকম আর একটা কেন্দ্র বানানো হবে আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জ ও মালাবার উপকূল ঘিরে। এই কেন্দ্রটা হবে ওইখানকার প্রবাল প্রাচীরের ওপর জলবায়ু বদলের প্রভাব বোঝার জন্য।

ধানটা জৈব উপায়ে চাষ করা যাবে। ধানটা তৈরি করেছে কেরল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজিওন্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন। বীজটা হেক্টর প্রতি ১০ টন করে ধান দেবে।

শবরমতি

২১/০৪

বেআইনিভাবে বালি আর কাদা তুলে আমেদাবাদের ফতেআদি উদ্যানের অবস্থা একেবারে খারাপ করে দেওয়া হয়েছে। ফতেআদি সাবেকি স্থাপত্যের একটা বাড়ি । এই বাড়িটার ভিত নড়ে গেছে। ফতেআদির কাছাকাছি সবরমতি নদী। নদীটা প্রায় শুকিয়ে গেছে। ওই নদী থেকেই বালি আর কাদা তোলা হচ্ছে। রোজ ৭ থেকে ১০টা ট্রাক্টর বালি ও কাদা তোলার কাজ করে এখানে।

দিনে নিদেনপক্ষে ১৫ গাড়ি মাল এইখান থেকে ওঠে। কালোবাজারে যা ২.৫০০ টাকা করে বিক্রি হয়। আমেদাবাদের সমাহর্তাকে এই ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। তিনি বলেছেন, তিনি এসব জানতেন না-এইবার জানলেন। এইবার এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন।

মদির-মিষ্টি ক্ষতি

২১/০৫

পাঞ্জাবের সুরি আর বিপাশা নদীতে অনেক মাছ মরে যাচ্ছে। এই ঘটনাটা ঘটছে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে। নদীদুটোর ভেতর সুরি আবার বিপাশার শাখানদী। মাছ মরে যাওয়ার কারণ নদীর পাশে থাকা একটা চিনি ও মদ তৈরির কারখানা থেকে বর্জ্য এসে নদীতে পড়া। এই ঘটনাটা মৎস্যপালন দফতর থেকে পাঞ্জাব দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পুলিশকে জানানো হয়েছে। পর্ষদ অভিযোগ পেয়ে কাজ করা শুরু করেছে। তাদের তদন্ত বেশ এগিয়ে গেছে।

গুজরাটে সাইকেল

২১/০৬

গুজরাটের রাজকোট পুরসভা সাইকেল নিয়ে একটা প্রকল্প নিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওইখানে একটা সাইকেল ক্লাবও তৈরি হয়েছে। এইসব হয়েছে বিশ্ব বাইসাইকেল দিবসে। এইসব রাজকোট পুরসভার ইকো-মোবিলিটি পরিকল্পনার অঙ্গ। এইজন্য রাজকোট পুরসভা ৬০টা নতুন সাইকেল নানা জনের কাছ থেকে জোগাড় করেছে। এই সাইকেলগুলো সবাইকে চালাতে দেওয়া হচ্ছে। এইজন্য রাজকোটে চার জায়গায় চারটে সাইকেল রাখার জায়গা করা হয়েছে। প্রথমদিকে প্রথম দুঘণ্টা চালাতে কোনো পয়সা লাগত না। এখন প্রতি ঘণ্টার জন্যই সামান্য পয়সা হলেও দিতে হচ্ছে।

সুমধুর !

২১/০৭

গোয়াতে বাতিল প্লাস্টিক নিয়ে একটা কাজ হচ্ছে। এই কাজটা হচ্ছে গোয়ার পন্ডায়। এইখানে ১ কিলো বাতিল প্লাস্টিকের বদলে এক কিলো চিনি দেওয়া হচ্ছে। ওখানে রবিবার করে করে এই কাজটা হচ্ছে। কাজটা করছে ছাত্ররা। সঙ্গে পুরসভার পুরপিতারাও আছে।

সিংহদুয়ার

২১/০৮

গুজরাটের গির জঙ্গলে এবার সিংহের সংখ্যা বাড়ছে। গির জঙ্গলে সিংহ একেবারে ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। শতাংশের হিসেবে এই বাড়ার হার ২৭। সংখ্যায় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গির-এ সিংহের চারণভূমিও বেড়েছে। চারণভূমি বেড়েছে ১০৯ শতাংশ। ২০১০ সালে গির-এ সিংহের সংখ্যা ছিল ৪১১ আর চারণভূমির পরিমাণ ছিল ১০,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। এখন চারণভূমির পরিমাণ ২২,০০০ বর্গ কিলোমিটারে আর সিংহের সংখ্যা ৫২৩। গুজরাটের বন দফতরের কর্তারা বলছেন, ইতিহাসে গির নাকি এশীয় সিংহের সবচেয়ে বড় আস্তানা।

সিমলা চুক্তি

২১/০৯

জলবায়ু বদলের ফলে যা হচ্ছে তার মুখোমুখি হওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার এক সমন্বয় কার্যক্রমে সিমলাকে ঢোকানো হয়েছে। এই কার্যক্রমটার নাম সিটি লিঙ্কস ক্লাইমেট অ্যাডাপটেশন পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম। সিমলা সহ ৬টা শহর এই কার্যক্রমে আছে। টাকা দিচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট আর পরিচালনা করবে ইন্টারন্যাশনাল সিটি ম্যানেজারস অ্যাসোসিয়েশন।

এই উদ্যোগ থেকে সিমলার জন্যও একটা বড়সড় অনেকদিনের পরিকল্পনা তৈরি হবে। যেখানে থাকবে সিমলার তাপমাত্রা বাড়া, সবুজ কমে যাওয়া, তুষার পড়া, বৃষ্টি কমা, গরমকালে ঝলসানো তাপ ইত্যাদি থাকবে। আবার সিমলাসহ শহরগুলোয় পুরব্যবস্থা, পানীয় জল, পয়ঃব্যবস্থা, তরল বাদে বাকি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বস্তি উন্নয়নে পাশাপাশি নজর দেওয়া হবে।

মনস্যান্টো নাম বদলাচ্ছে

২১/১০

মনস্যান্টো তার নাম বদলাতে মনস্যান্টো তার নাম বদলাতে চাইছে। তারা সিনজেন্টার সঙ্গে মিশে গিয়ে আর একটা কোম্পানি খুলতে চাইছে। যে কোম্পানিটার একেবারে নতুন নাম হবে। আর কোম্পানিটা হবে ব্রিটেনে। মনস্যান্টো এইসব করার কারণ বলছে করের চাপ কমানো। কিন্তু অন্যরা বলছে, এর পেছনে নিশ্চয়ই এদের কোনো অভিসন্ধি আছে।

চাষজমি কমছে হুড়মুড় করে

২১/১১

এইবার এই খরিফ মরশুমে সারা দেশে ৭৫.১০ লাখ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। গতবার করা হয়েছিল ৮২.৮৭ লাখ হেক্টর

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

জমিতে। এর ভেতর ধান করা হয়েছে ৪.৭১ লাখ হেক্টরে, আখ ৪১.৫৮ লাখ হেক্টরে ডাল ২.৭৫ লাখ হেক্টরে, তেল ০.৯৪ হেক্টরে আর তুলো ১৭.৩৪ লাখ হেক্টরে। কৃষি মন্ত্রক এই বছর জুন মাসের মাঝ বরাবর এই তথ্য দিল।

এইবার বাঁকুড়া পুরুলিয়ায়...

২১/১২

বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় জলবায়ু বদলের মতো করে চাষ আর জলবায়ু বদলের ফলে তৈরি চাষবাসের নানা সুবিধা অসুবিধা মোকাবিলা করার জন্য একটা প্রকল্প শুরু হয়েছে। প্রকল্পের কাজটা হবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি নিয়ে। এইটা আসলে রাষ্ট্রসংঘের কাজ। রাষ্ট্রসংঘের ভেতর যে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে এই উদ্যোগটা তাদের। কাজটা পশ্চিমবঙ্গে করবে নাবার্ড আর ডিআরসিএসসি। কাজটা হবে ওই দুটো জেলার দুটো ব্লকের ৫টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০টা গ্রামের ৫ হাজার পরিবারের ভেতর। তৈরি হবে জলবায়ুর তথ্য সংগ্রহ ও তদারকি ব্যবস্থা, মাটি ও জল সংরক্ষণের নানা প্রতিরূপ তৈরি বহুমুখী সমন্বিত চাষ, শস্যগোলা ও বিকল্প জ্বালানির ধারনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

টুপিতে পাখা

২১/১৩

একটা টুপি বিক্রি হচ্ছে। সেই টুপিটায় মাথায় পাখা লাগানো থাকবে। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় গরম লাগলে এই পাখাটা চালিয়ে হাওয়া খেয়ে নেওয়া যাবে। এই পাখাটা চলবে সৌরবিদ্যুতে। সৌরবিদ্যুৎ তৈরির জন্য টুপিটার ওপরে পাঁচ ভোল্টের একটা প্যানেল লাগানো আছে। টুপিটা নিয়ে যদি কেউ খোঁজ করতে চান তাহলে পুনায় ফোন করুন ০৯৬৬৫৬৪২৭২২ নাম্বারে।

রেঁস্তোরায় জোয়ার

২১/১৪

চেন্নাইতে জোয়ার বাজরার খাবারের রেঁস্তোরা হয়েছে। এই রেঁস্তোরায় জোয়ার বাজরার সবরকম খাবার পাওয়া যাচ্ছে। জোয়ার বাজরায় দক্ষিণ ভারতের যতরকম রকমারি রান্না আছে সবগুলো এইখানে পাওয়া যাচ্ছে। যার ভেতর দোসা, ইডলি, আয়াপ্পাম এইগুলো আছে। সাধারণত এইগুলো বানানো হয় আতপ চাল আর মুসুর ডাল নিয়ে। এইখানে এই খাবারগুলো বানানোয় জোয়ার, বাজরা আতপ চালের জায়গা নিয়েছে। এইখানে দোসাতে সুজি প্রায় দেওয়া হয় না। এইখানে ডাল ভাত, রসম, সম্বর সবই পাওয়া যায়, সবই জোয়ার বাজরার। সঙ্গে পাওয়া যায় দই আর তরকারি। এই রেঁস্তোরায় এইসব খাবার দাবারের দামও বেশি না।

অতি-বেগুনি রশ্মি থেকে ক্যান্সার

২১/১৫

সূর্যের অতি -বেগুনি রশ্মি থেকে চামড়ার ক্যান্সার হবে। দেশের বড় বড় শহরগুলোয় এইরকম একটা লক্ষণ দিখে দিয়েছে। এই শহরগুলোর ভেতর দিল্লি, রাঁচি, হায়দ্রাবাদ, পাটনা আছে, আবার অন্য জায়গাও আছে। পুনায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মিটিয়্যারলজি দিল্লিতে এইরকম একটা সমীক্ষা করছিল, তখনই এই বিষয়টা ধরা পড়ে।

এই সংস্থার থেকে এই সমীক্ষা মে মাসে হয়েছিল। এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল দিল্লিতে অতি বেগুনি রশ্মির সূচক ৬ থেকে ৯। এমনিতে এই রশ্মির ক্ষেত্রে ০-৪ সূচকে কোনো বিপদ নেই, ৪-৫-এ কম বিপদ, ৫-৭-এ এই বিপদ মাঝারি আর ৭-১০- এ সবচেয়ে বেশি। আবার শ্রেণি হিসেবেও রশ্মির আছে তিনটি ভাগ এ,বি আর সি। তার ভেতর সি ভাগের রশ্মি ওজোন স্তরে পরিশোধিত হয়। আর এ হল গিয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিন্তু সীমা পেরোলে বেশ ভয়ের। এই বি থেকে ছানি ও চামড়ার ক্যান্সার অব্দি হয়।

ন তু ন ধা ন বী জ...!!!

২১/১৬

কেরল-এ একটা নতুন ধানের জাত তৈরি করা হয়েছে। এই ধানটা উচ্চফলনশীল ও নোনা সহনশীল। ধানটার নাম ইঝোম-৮। এই ধানটা জৈব উপায়ে চাষ করা যাবে। ধানটা তৈরি করেছে কেরল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজিওন্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন। বীজটা হেক্টর প্রতি ১০ টন করে ধান দেবে।

কেরলে লেকের কী অবস্থা!

২১/১৭

কেরলের আাস্টামারি লেকটার খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। লেকটা আস্তে আস্তে বুজে আসছে,লেকের জল কালো হয়ে যাচ্ছে–

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

আঠালো হয়ে যাচ্ছে,লেকে মাছ মারা যাচ্ছে। এইরকম হওয়ার কারণ, লেকের জায়গা দখল করে হোটেল হচ্ছে, বায়োগ্যাস প্লান্ট হচ্ছে, লেকে হাউসবোট ভাসিয়ে নৌকা থেকে তেল পড়ছে-বাতিল জিনিস পড়ছে।

এই দশকেই লেকটা ২৭ বগ কিলোমিটার জায়গা হারিয়েছে। লেকের ধারে যে হোটেল-প্ল্যান্ট ইত্যাদি হয়েছে সেইগুলো সবই প্রায় সরকারি উদ্যোগে তৈরি। তার ভেতর বায়োগ্যাস প্লান্টটা আবার রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর সাহায্যে তৈরি।

এই লেকটা নিয়ে একটা সমীক্ষা করেছে ওখানকার ফতিমা মাতা ন্যাশনাল কলেজের ভূতত্ত্ব বিভাগের গবেষক এল রেজিনা করিম। সমীক্ষায় দেখা গেছে, লেকটার বায়োলজিক্যাল অক্সিজেনের চাহিদা যতটা তার অনেকটাই লেকে নেই।

এইদিকে লেকটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওখানকার পর্যটন শিল্পও মার খাচ্ছে। তিরুবনন্তপূরম-এর সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ ও জেলাস্তরে সরকার,এই লেক বাঁচানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। এইখানে আশপাশে যাতে খনি করা না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হবে, লেকের পাড় বরাবর গাছ লাগানো হবে, মাছ মারা বন্ধ করা হবে। সরকারের পক্ষেও জেলাস্তরে এই লেক বাঁচানো নিয়ে কয়েকটা বৈঠক হয়েছে।

ন তু ন | ব ই

■■

পাঁচ সবজি বীজের কুলুজি। পাঁচে পঞ্চবাণ। পাতা থেকে পাতায়, পাঁচ সবজির ২৭ জাত। ৪ শাক, ৫ লংকা, ৫ কুমড়ো, ৬ শিম ও ৭ বেগুন। এক-একটা পাতা ধরে এক-একটা সবজি, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়। সবজি ধরে ধরে বোনার সময়-পদ্ধতি, বীজ ও উৎপাদনের হার, সহ্যক্ষমতা ও ফসল তোলার সময় একেবারে বিস্তারিত। শেষ পাতায় আবার এইসব বীজ পাওয়ার হালহদিস।

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি প্রথম বই।

■■

৭/৪.২ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ২৮ পাতা ।। ৪০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু